ব্যবহৃত হয়।

৩। **'জানা'—ক্রিয়াপদটির বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার (The different uses of the verb 'to know') ঃ**

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'জানা' ক্রিয়াপদটি আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। এর প্রধান তিনটি অর্থ হলো ঃ

Scanned with CamScanner

(ক) পরিচিতি অর্থে জানা ঃ

এখানে 'জানা' শব্দটির অর্থ চেনা বা পরিচয় থাকা। দৈনন্দিন জীবনে বহু লোকের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। যেমন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, সহপাঠী এবং আমাদের চারপাশের জিনিসপত্র ইত্যাদি। আমরা এদের জানি। এদের জানা অর্থ চেনা বা পরিচয় থাকা। এই ধরনের জানা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের জানা হলো পরিচয়মূলক জ্ঞান।

(খ) কর্মদক্ষতা অর্থে জানা ঃ

এই অর্থে জানা বলতে বোঝায় বিশেষ ধরনের কাজ করতে পারার ক্ষমতা। যেমন, সে গান জানে, রাম সাঁতার জানে, কমলা সেলাই করতে জানে। এই বাক্যগুলির অর্থ হল যথাক্রমে যে, সে গান গাওয়া কাজটি করতে পারে, রাম সাঁতার কাটার কাজটি করতে পারে, কমলা সেলাই করা কাজটি করতে পারে। অর্থাৎ, এসব ক্ষেত্রে জানা কথাটির অর্থ হলো কোন কিছু করতে পারা এবং জ্ঞান বলতে বোঝায় কর্মকুশলতা।

(গ) বাচনিক অর্থে জানা ঃ

এই অর্থে জানা বলতে বোঝায় কোন বাক্য বা বচনকে সত্য বলে জানা, —অর্থাৎ কোন বিষয় বা তথ্যকে সত্য বলে জানা। যেমন, আমি জানি যে, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, আমি জানি যে ৫+৭=১২। এইসব ক্ষেত্রে আমরা কোন তথ্য বা বিষয়কে সত্য বলে জানি।

বাচনিক জ্ঞান যে ধরনের বাক্যে প্রকাশ করা হয় তার গঠন নিম্নরূপ ঃ

আমি জানি যে ......

রাম জানে যে ......

তুমি জান যে ......

এইসব ক্ষেত্রে যে-র পরে কোন তথ্য বা বিবৃতিমূলক বচন বসালে যে বাক্যটি পাওয়া যাবে সেটি হবে বাচনিক জ্ঞানের উদাহরণ। বাচনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা বচনটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। এই জ্ঞান কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

সুতরাং সাধারণভাবে 'জানা'—এই ক্রিয়াপদটিকে আমরা তিনটি অর্থে ব্যবহার করি, যথা, (১) পরিচিতিমূলক জানা, (২) কোন কাজ করতে পারা, (৩) কোন বিবৃতিমূলক বচনকে সত্য বলে জানা। এই তিনটি অর্থের মধ্যে বাচনিক অর্থে জানা-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিচিতি অর্থে জানা এবং কর্মকুশলতা অর্থে জানা—এই উভয়প্রকার জানার পিছনেই বাচনিক অর্থে জানা কাজ করে। যখন বলি যে, শ্যামবাবুকে আমি জানি, তখন এর অর্থ হলো শ্যামবাবু সম্পর্কে কিছু তথ্যও আমি জানি। একই রকমভাবে যখন আমি বলি যে, আমি গান জানি তার অর্থ এই নয় যে আমি কেবল গান গাইতে জানি। গান গাইতে হলে আমাকে গানের কথা, সুর প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু বাচনিক জ্ঞান পরিচিতিমূলক জ্ঞান বা কর্মদক্ষতামূলক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। দর্শনে 'জ্ঞান' কথাটি বাচনিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

৪। **বাচনিক জ্ঞান (Propositional knowledge) ঃ**

যে কোন 'জানার' বিষয়বস্তু বা জ্ঞানকে প্রকাশ করতে হলে বাক্যের আশ্রয় নিতে হয়। কাজেই জ্ঞান যখন বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে জ্ঞান প্রকাশক বাক্য বা বাচনিক জ্ঞান (Propositional Knowledge) বলে। এই জ্ঞান প্রকাশক বাক্যগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা হয়। নিচে বাক্যের বিভিন্ন প্রকার ভাগের বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

(ক) পরিমাণের দিক থেকে বাক্যকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা— (১) সার্বিক বা সামান্য (Universal), (২) আংশিক বা বিশেষ (Particular), (৩) একবাচক বা বিশিষ্ট (Singular)।

(১) **সার্বিক বা সামান্য বাক্য ঃ** যে বাক্যে কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্গত সব ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে কিছু বিবৃত করা হয় তাকে বলে সার্বিক বা সামান্য বাক্য। যেমন, সব গরু তৃণভোজী। এখানে তৃণভোজী কথাটি গোরুশ্রেণীভুক্ত সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(২) **আংশিক বা বিশেষ বাক্য ঃ** যে বাক্যে কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্গত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে বলে বিশেষ বাক্য। যেমন, কিছু মানুষ হয় জ্ঞানী।

(৩) **একবাচক বা বিশিষ্ট বাক্য ঃ** যে বাক্যে কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বলে একবাচক বা বিশিষ্ট বাক্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ছিলেন। এই ধরনের বাক্যে প্রকাশিত জ্ঞান সার্বিক নয়, আংশিকও নয়। এই জ্ঞান হল একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তুর বিশিষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞান।

(খ) বাক্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বাক্যকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) অবশ্যম্ভব (Necessary) এবং আপতিক (Contingent) বাক্য।

(২) পূর্বতঃসিদ্ধ (Apriori) ও পরতঃসাধ্য (Aposteriori) বাক্য।

(৩) বিশ্লেষক (Analytic) ও সংশ্লেষক (Synthetic) বাক্য।

(৪) বর্ণনাত্মক (Descriptive) ও মূল্যনিরূপক (Evaluative) বাক্য।

অবশ্যম্ভব ও আপতিক বাক্য (Necessary and Contingent) ঃ এমন কিছু বাক্য থাকে যা অনিবার্যভাবে সত্য অথবা মিথ্যা হয়। এরকম বাক্যকে অবশ্যম্ভব বাক্য বলা হয়। যেমন—"২+২=৪" সর্বদাই সত্য। যে সব বাক্য অবশ্যম্ভব সত্য তাদের বিপরীত বাক্য চিন্তা করা যায় না। সাধারণভাবে গণিত ও জ্যামিতির বাক্য এবং চিন্তার মূলসূত্র প্রকাশক বাক্যগুলি এই ধরনের বাক্য। আবার "রক্তজবা লাল নয়" এই বাক্যটি সর্বতোভাবে মিথ্যা। কোন কোন বাক্য এমন যে তা বস্তুতঃ সত্য বা মিথ্যা, আবশ্যিকভাবে সত্য বা মিথ্যা নয়। এরকম বাক্যকে বলে আপতিক বাক্য। যেমন—"সব বাঘ মাংসাশী" এই বাক্যটি যথার্থভাবে সত্য ঠিকই কিন্তু এর বিকল্প কল্পনা করতে অর্থাৎ "সব বাঘ হয় নিরামিষভোজী" ভাবতে কোন বাধা নেই।

Scanned with CamScanner

অবশ্যম্ভব বচন	আপতিক বচন
১। যদি রাম শ্যাম অপেক্ষা বড় হয় এবং শ্যাম যদু অপেক্ষা বড় হয়, তাহলে রাম যদু অপেক্ষা অবশ্যই বড় (সত্য)।	১। কোন কোন ফুল সাদা।
২। ক খ-এর সমান, কিন্তু খ ক-এর সমান নয় (মিথ্যা)।	২। সব গরু নিরামিষাশী।
৩। এ লাল ফুলটি লাল নয় (মিথ্যা)।	৩। নেকড়ে বাঘ হিংস্র।
৪। কৃষ্ণা যদি এখন কলকাতায় থাকে তাহলে কৃষ্ণা এখন দিল্লীতে আছে (মিথ্যা)।	৪। মানুষ উড়তে পারে না।
৫। ২+২=৪ (সত্য)	৫। কোন কোন ঘোড়া লাল।

পূর্বতঃসিদ্ধ (a Priori) **এবং পরতঃসাধ্য** (a Posteriori) বাক্য ঃ যে বাক্যের যথার্থতা প্রমাণের জন্য পর্যবেক্ষণ কিংবা পরীক্ষণের প্রয়োজন হয় না, বাক্যের সত্যতা অনুভব বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার পূর্বেই সিদ্ধ হয় তাকে পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য বলা হয়। যেমন—'একটি বস্তু একই সময়ে দুটি ভিন্ন স্থানে থাকতে পারে না'—এটি হল পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য। এসব বাক্য নিশ্চিতরূপে সত্য এবং এদের বিরুদ্ধবাক্য নিশ্চিত রূপে মিথ্যা।

আবার ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে যে বাক্যের যথার্থতা নির্ধারণ করতে হয় সেই বাক্যকে পরতঃসাধ্য বাক্য বলা হয়। যেহেতু ইন্দ্রিয়ানুভবের সাহায্য অর্থাৎ অপরের সাহায্য বাক্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য নেওয়া হয় তাই এরূপ বাক্যকে পরতঃসাধ্য বাক্য বলা হয়। পরতঃসাধ্য মানে এরা স্বতঃসিদ্ধ নয়। এদের সত্যতা অন্য কিছুর দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণ করতে হয়। এসব বাক্যের সত্যতা সম্ভাব্য। নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসাধ্য বচনের পার্থক্য বোঝা যায়।

পূর্বতঃসিদ্ধ বচন	পরতঃসাধ্য বচন
১। সাদা ফুল মাত্রই সাদা।	১। এ ফুলটি লাল।
২। কোন শ্বেত পুষ্প নয় অশ্বেত পুষ্প।	২। সব বাঘ মাংসাশী।
৩। এমন নয় যে এ ফুলটি সাদা এবং সাদা নয়।	৩। কোন কোন ফুল নীল।
৪। ফুল মাত্রই শ্বেত অথবা অশ্বেত।	৪। বিষ পান করলে মৃত্যু হয়।
৫। কাবেরীর পরিহিত শাড়ীটি লাল অথবা অ-লাল।	৫। সুমন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।
৬। এখন বৃষ্টি হচ্ছে অথবা বৃষ্টি হচ্ছে না।	৬। এ বিদ্যালয়ে নয়শত ছাত্রছাত্রী আছে।

Scanned with CamScanner

৭। যদি রাম শ্যামের সমবয়সী হয় তাহলে শ্যাম রামের সমবয়সী।	৭। দুধ সাদা।
৮। যদি ক = খ তাহলে খ = ক।	৮। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একজন গায়ক ও সুরকার।
৯। সব কার্যের কারণ আছে।	৯। অনন্যা চট্টোপাধ্যায় একজন নৃত্যশিল্পী।
১০। কোন জিনিস একই সঙ্গে সামগ্রিক-সাদা ও কালো হতে পারে না।	১০। সব মানুষ মরণশীল।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য অবশ্যম্ভব বাক্য এবং আপতিক বাক্য মাত্রই পরতঃসাধ্য বাক্য।

বিশ্লেষক (Analytic) **ও সংশ্লেষক** (Synthetic) **বাক্য ঃ** যে বাক্যের উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করে বিধেয় পদ পাওয়া যায় অর্থাৎ যে বাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদে থাকে তাকে বলে বিশ্লেষক বচন। যেমন—'সব মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী।' এখানে "মানুষ"কে বিশ্লেষণ করে তার বিধেয় পদ অর্থাৎ "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন" গুণকে আমরা পেয়ে থাকি। বিশ্লেষক বাক্য উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য দান করে না। কাজেই বিশ্লেষক বাক্য তথ্যজ্ঞাপক নয়। বিশ্লেষক বাক্যে কোনও জাগতিক বিষয় বর্ণিত হয় না। এতে শুধু শব্দের অর্থ বলা হয়, উদ্দেশ্যপদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। বিশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় তা ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞান, জাগতিক কোন পদার্থের জ্ঞান নয়।

অপরপক্ষে যে বাক্যের উদ্দেশ্যপদ বিশ্লেষণ করে বিধেয়পদ পাওয়া যায় না, কিংবা অন্যভাবে বললে যে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ বিচার করলেই বাক্যটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব জানা যায় না, অভিজ্ঞতার সাহায্যে তা জানতে হয়, তাকে বলে সংশ্লেষক বাক্য। যেমন—'সব মানুষ হয় মরণশীল', 'গোরু হয় গৃহপালিত জীব', 'জবা ফুল লাল', 'সব রাজহাঁস সাদা' ইত্যাদি সংশ্লেষক বাক্য। সংশ্লেষক বাক্য তথ্যজ্ঞাপক।

সংশ্লেষক বাক্যে কোন বাস্তব অর্থাৎ জাগতিক বিষয় বর্ণিত হয়। 'সব কাক কালো'—এটি সংশ্লেষক বাক্য, কেননা এখানে একটি বাস্তব ব্যাপারের বর্ণনা আছে।

কেউ কেউ বলেন, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য হল বিশ্লেষক, আর পরতঃসাধ্য বাক্য হল সংশ্লেষক। কিন্তু এ নিয়ে মতভেদ আছে।

কেউ কেউ বলেন, পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসাধ্য এবং বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক এই শ্রেণীবিভাগ দুটি অভিন্ন, অর্থাৎ পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্যমাত্রই বিশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য বাক্যমাত্রই সংশ্লেষক। তার মানে যে কোন বাক্যকে (১) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক এবং (২) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক—এ দুটি শ্রেণীর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এ দু'প্রকার বাক্য ছাড়া তৃতীয় কোন প্রকারের বাক্য হতে পারে না।

কেউ কেউ আবার বলেন, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য বিশ্লেষকও হতে পারে সংশ্লেষকও হতে পারে, অর্থাৎ এ মতে বাক্য তিন প্রকার, যথা—(১) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক (২) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক এবং (৩) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক (Synthetic a priori)।

Scanned with CamScanner

পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্যের উদাহরণ হল ঃ

(১) ৭+৫=১২

(২) সব ঘটনার কারণ আছে

(৩) কোন বস্তু সামগ্রিকভাবে সাদা ও কালো হতে পারে না

(৪) পরস্পর সমান্তরাল রেখাগুলি কোন বিন্দুতে মিলিত হয় না

(৫) সরলরেখা হল দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম ব্যবধান বা দূরত্ব

(৬) সমগ্র হল তার অংশগুলির সমষ্টি

এ উদাহরণগুলির মধ্যে প্রথম দুটি উদাহরণ জার্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant)-এর দেওয়া। কান্টের মতে 'সব কার্যের কারণ আছে' এটিকে পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য বলা যেতে পারে। কেননা 'কার্য' কথাটির অর্থের মধ্যে 'কারণ' কথাটির অর্থ নিহিত আছে। কিন্তু কান্টের মতে 'সব ঘটনার কারণ আছে' (every event has a cause) এ বাক্যটি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক। কেননা 'ঘটনা' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে 'কারণ' কথাটির অর্থ পাওয়া যায় না। আবার এ বাক্যটি পূর্বতঃসিদ্ধ কেননা এটি অবশ্যম্ভব সত্য বাক্য।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের আদর্শ হলো পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় সেই জ্ঞান।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের আদর্শ হলো অবশ্যম্ভব জ্ঞান, বিশেষ করে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয় সেই জ্ঞান।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞানের আদর্শ হলো প্রকৃত বিজ্ঞান যে জ্ঞান দেয় সেই জ্ঞান।

বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞানের আদর্শ হল গণিত যে ধরনের জ্ঞানের সন্ধান দেয় সেই ধরনের জ্ঞান।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে বাক্য দুরকম ঃ পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক। কোন বাক্য পূর্বতঃসিদ্ধ-সংশ্লেষক হতে পারে না। পূর্বতঃসিদ্ধ বচন তথ্যজ্ঞাপক নয়।

বুদ্ধিবাদীদের মতে বাক্য তিন রকম ঃ পূর্বতঃসিদ্ধ-বিশ্লেষক, পরতঃসাধ্য-সংশ্লেষক, পূর্বতঃসিদ্ধ-সংশ্লেষক। এদের মধ্যে পূর্বতঃসিদ্ধ-সংশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত তাই আদর্শ জ্ঞান। গণিতশাস্ত্র এ রকম জ্ঞানের সন্ধান দেয়।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মূল কথা হল ঃ বাস্তব জগৎ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা।

অপরপক্ষে বুদ্ধিবাদের মূল বক্তব্য হল ঃ অবশ্যম্ভব সত্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস হলো বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা।

পূর্বতঃসিদ্ধ বচন বিশ্লেষক, বা সংশ্লেষকও হতে পারে—এ নিয়ে অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদীদের মতবিরোধের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে।

পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য হলেই তা বিশ্লেষক হবে—একথা বলার অর্থ হল ঃ অবশ্যম্ভব বচনে কোন বাস্তব অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ের কথা বলা হয় না। তার মানে, যে বচনে বাস্তব

Scanned with CamScanner

বিষয়ের বর্ণনা থাকে অর্থাৎ যে বচন তথ্য বর্ণনা করে তা কখনই অবশ্যম্ভব বচন হতে পারে না। অপরপক্ষে পূর্বতঃসিদ্ধ বচন সংশ্লেষকও হতে পারে, একথা বলার অর্থ হল ঃ অবশ্যম্ভব বচনে বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান থাকতে পারে। তার মানে তথ্যজ্ঞাপক বচন অবশ্যম্ভব হতে পারে।

পূর্বতঃসিদ্ধ বচন সংশ্লেষক হতে পারে, একথা অভিজ্ঞতাবাদীরা মানতে পারেন না। তাঁরা যদি একথা মানেন তাহলে তাঁদের স্বীকার করতে হত যে, বাস্তব বিষয় সম্পর্কে অবশ্যম্ভব জ্ঞান হতে পারে। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় যেহেতু অবশ্যম্ভব জ্ঞান পাওয়া যায় না, সেইহেতু অভিজ্ঞতাবাদীদের স্বীকার করতে হত যে, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়াও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান হতে পারে, যা কি না অভিজ্ঞতাবাদীদের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়। যদি দেখানো যায় যে, পূর্বতঃসিদ্ধ বচন মাত্রই বিশ্লেষক, অর্থাৎ অবশ্যম্ভব বচনে কোন বাস্তব বিষয় বর্ণিত হয় না, তাহলে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় অবশ্যম্ভব জ্ঞান পাবার প্রশ্ন উঠবে না। অভিজ্ঞতাবাদীরা দাবি করেন যে, যত রকমের বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান আছে তা আমরা পাই ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা থেকে।

আর বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞানের আদর্শ হল গণিতের জ্ঞান, মানে সুনিশ্চিত, অবশ্যম্ভব জ্ঞান। অবশ্যম্ভব বচন হলেই তা বিশ্লেষক বচন হবে একথা যদি বুদ্ধিবাদীরা মেনে নেন তাহলে তাঁরা একথাই মেনে নিচ্ছেন যে, বাস্তব বিষয় সম্পর্কে অবশ্যম্ভব জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য হল ঃ বাস্তব বিষয়ের জ্ঞান অবশ্যম্ভব হতে পারে এবং সে জ্ঞান পাওয়া যায় বুদ্ধি দিয়ে। সুতরাং বুদ্ধিবাদীরা বলেন যে, কোন কোন পূর্বতঃসিদ্ধ বচন সংশ্লেষক।

(ঙ) বর্ণনাত্মক (Descriptive) ও মূল্যনিরূপক (Evaluative) বাক্য ঃ যে বাক্যে কোন কিছুর অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয় কিংবা বস্তুটি বাস্তব জগতে যেমনভাবে থাকে তেমনভাবেই তার বর্ণনা দেওয়া হয় সেই বাক্যকে বলা হয় বর্ণনাত্মক বাক্য। যেমন—'জবা ফুল লাল', 'পাশ্চাত্য দর্শন বইটি জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছে' ইত্যাদি।

যে বাক্যে কোন কিছুর মূল্যায়ন করা হয় সেই বাক্যকে মূল্যনিরূপক বাক্য বলে। যেমন—'কবিতাটি সুন্দর', 'মিথ্যা কথা বলা খারাপ কাজ', 'পরীক্ষাকেন্দ্রে টোকাটুকি করা গর্হিত কাজ'।

Scanned with CamScanner

২.১ জ্ঞানের স্বরূপ
Nature of Knowledge

'জ্ঞান'কে কেন্দ্র করে দর্শনে নানা সমস্যার উদ্ভব ঘটে। জ্ঞান কি, জ্ঞানের স্বরূপ কি, জ্ঞানের উৎস কি, জ্ঞানের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত — ইত্যাদি নানা প্রশ্ন দার্শনিককে বিব্রত করে।

জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করতে গেলে 'জানি' বা 'জানা' ক্রিয়াপদটিকে লক্ষ্য করতে হবে। এই পদটির নানারকম প্রয়োগ আছে। এই বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, 'জ্ঞান' শব্দটির অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ, 'জ্ঞান' শব্দটি সবসময় এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণত 'জানা' শব্দটির তিনটি মুখ্য ব্যবহার বা অর্থ পাওয়া যায় ঃ পরিচিতিমূলক অর্থ, সামর্থ বা ক্ষমতা বা কর্মকুশলতামূলক অর্থ এবং বাচনিক অর্থ। উদাহরণসহ 'জ্ঞানের' এই বিভিন্ন প্রকার অর্থকে ব্যাখ্যা করা যাক্।

পরিচিতিমূলক অর্থ ঃ 'জ্ঞান' বা 'জানা' কথাটিকে অনেকসময় 'পরিচয়' অর্থে ব্যবহার করা হয়। যখন কেউ বলে যে, 'আমি রামকে জানি', তখন সে একথাই বোঝাতে চায় যে তার সঙ্গে রামের পরিচয় আছে। এই অর্থে 'জানা' বলতে সাক্ষাৎ পরিচয়কে বোঝায়। এই পরিচয় বা চেনা অর্থে কোন বিষয়কে জানলেও তার সম্পর্কে আমরা বেশী কিছু নাও জানতে পারি। যেমন, রাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জেনেও তাকে 'রাম' বলে জানতে পারি। আবার, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক কিছু জানলেও তার সম্পর্কে সাক্ষাৎ পরিচয় নাও থাকতে পারে। সুতরাং 'জানা' মানেই পরিচিতি হওয়া — এইভাবে 'জানা' কথাটির অর্থ সবসময় প্রকাশ করা যায় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলেই এই অর্থে কোন কিছুকে জেনেছি বলে দাবী করা যায়।

সামর্থ বা কর্মক্ষমতামূলক অর্থ ঃ 'জানা' কথাটিকে কোন কিছু করতে পারা বা কোন কার্য সম্পাদন করা অর্থে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'ছেলেটি ঘোড়ায় চড়তে জানে'— একথার অর্থ হল ঃ ছেলেটি ঘোড়ায় চড়তে সক্ষম। 'জানা' বলতে এখানে সামর্থ, যোগ্যতা বা দক্ষতাকে বোঝানো হয়েছে। দার্শনিক রাইল (Ryle) এই জাতীয় জ্ঞানকে 'ক্রিয়াত্মক জ্ঞান' ('knowing how') বলে উল্লেখ করেছেন।

বাচনিক অর্থ ঃ 'জানা' কথাটি যে অর্থে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় তা হল বাচনিক অর্থ। এই অর্থে জানা বলতে বোঝায় কোন বচনকে সত্য বলে জানা। 'আমি জানি যে, গাছের পাতার রঙ সবুজ'— এই বাক্যে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, বক্তা একটি তথ্যকে জানে। 'গাছের পাতার রঙ সবুজ'— এটি বক্তার জ্ঞানের বিষয় হয়েছে — একথাই এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে। বাচনিক জ্ঞান সবসময় 'জানি যে, ...' এই আকারে প্রকাশিত হয়। রাইল এই প্রকার জ্ঞানকে 'বাচনিক জ্ঞান' ('knowing that') বলে উল্লেখ করেছেন। 'জানা' বলতে এখানে কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়াকে বোঝায়।

এই তিনপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে বাচনিক জ্ঞানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের মতে, জ্ঞানের বাচনিক অর্থই হল 'জ্ঞান' শব্দের মুখ্য অর্থ। কারণ, জ্ঞানের পরিচয় বা সামর্থসূচক অর্থের মূলে কিছু না কিছু বাচনিক জ্ঞান থাকতে বাধ্য। 'আমি রামকে জানি' বলার অর্থ হল রামের সঙ্গে আমার

Scanned with CamScanner

পরিচয় আছে। কিন্তু রামের সঙ্গে আমি পরিচিত — একথা তখনই বলা যাবে যখন রাম সম্পর্কে কিছু না কিছু তথ্য আমার জানা থাকবে। এই সব তথ্য প্রকাশিত হয় বচনের মাধ্যমে। আবার, 'আমি দাবা খেলা জানি' বলতে বোঝায়, আমি দাবা খেলতে সমর্থ। যে দাবা খেলতে সমর্থ সে নিশ্চয় দাবা খেলা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম বা তথ্য সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং, সমস্ত রকম জ্ঞানের মূলে রয়েছে তথ্যগত বা বাচনিক জ্ঞান। আর, এই কারণেই বাচনিক জ্ঞানকে, পরিচিতিমূলক বা সামর্থমূলক জ্ঞানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়।

Scanned with CamScanner

২.৩ বচনের প্রকারভেদ
Types of Proposition

দর্শনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল জ্ঞানবিদ্যা। দর্শনের এই শাখায় জ্ঞানের উৎপত্তির প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞান সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্ন, যেমন, জ্ঞান কাকে বলে, জ্ঞান কিভাবে উৎপন্ন হয়, জ্ঞানের সীমা কতদূর, আমাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় বিষয়কে উপলব্ধি করা সম্ভব কি না ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় জ্ঞানবিদ্যায়। জ্ঞানবিদ্যাকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা ও স্থান দিয়ে দর্শনে এ সম্পর্কে নানা আলোচনা হয়েছে। তবে আধুনিককালে 'An Essay Concerning Human Understanding' গ্রন্থে লকই প্রথম দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার অপরিহার্যতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লকের মতে, দর্শনে জ্ঞানবিদ্যাই প্রাথমিক অন্বেষণ হিসাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, লক জ্ঞানোৎপত্তি বিজ্ঞানের নামে জ্ঞানের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাকেই বুঝেছেন। জার্মান দার্শনিক কান্ট তার 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে সর্বপ্রথম জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। কান্টের মতে, জ্ঞানতত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কান্টের মত সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও, একথা সত্য যে, দর্শনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে সর্বাগ্রে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন।

জ্ঞানের বিভিন্নতা লক্ষ্য করে বলা হয় যে, কোন একটি বিশেষ উৎস থেকে এই বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। জ্ঞানকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে তাকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানের উৎস ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের একটি শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। এই বিভাগ অনুযায়ী জ্ঞান দু প্রকার হতে পারে : আবশ্যিক (necessary) ও আপতিক (contingent)। অন্য আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে জ্ঞান সার্বিক (universal) ও বিশেষ (particular) হতে পারে।

যে জ্ঞানকে অস্বীকার করলে স্ব-বিরোধিতার সৃষ্টি হয় তাকে বলে আবশ্যিক জ্ঞান। গণিতশাস্ত্রে এই প্রকার জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, 'ত্রিভুজ হল তিনবাহু বিশিষ্ট সমতলক্ষেত্র'— এই বাক্যকে অস্বীকার করলে স্ব-বিরোধ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, যে জ্ঞানকে অস্বীকার করলে স্ববিরোধ হয় না, তাকে বলে আপতিক জ্ঞান; যেমন, 'কোন কোন ফুল হয় সুগন্ধি'।

জ্ঞানের উৎপত্তির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে দর্শনে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। যাবতীয় জ্ঞানকে একরকমভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না দেখেই দার্শনিকরা ভিন্ন ভিন্ন পথে ও পদ্ধতিতে তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আর, এ থেকেই জন্ম হয়েছে বিভিন্ন মতবাদের।

পাশ্চাত্য দর্শনে জ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে যে সব মতবাদ দেখা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ ও বিচারবাদ। বুদ্ধিবাদের মতে, বুদ্ধিই হল সকল জ্ঞানের উৎস; অর্থাৎ, সব জ্ঞানই হল বুদ্ধিজাত জ্ঞান। অন্যদিকে অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এই দুটি মতবাদই চরম প্রকৃতির এবং বিভিন্নভাবে পরস্পর বিরোধী। এই দুটি মতবাদকে চরম বলার কারণ হল, দুটি মতবাদেই যাবতীয় জ্ঞানের একটিমাত্র উৎস স্বীকার করা হয়। কখনো এই উৎস হল বুদ্ধি এবং কখনো বা তা হল অভিজ্ঞতা। কান্ট তাঁর বিচারবাদী তত্ত্বে দেখিয়েছেন যে, শুধুমাত্র বুদ্ধি বা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান জন্মায় না।

Scanned with CamScanner

জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি—দুইয়েরই প্রয়োজন ও ভূমিকা আছে। কান্ট প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিচারবাদ নামক তত্ত্বে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন করেছেন।

আমরা জ্ঞানকে প্রকাশ করি বাক্যের মাধ্যমে। আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, ভিন্নতা আছে। সব জ্ঞানই এক ধরণের নয়। যেমন, 'ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান' এবং 'কোন কোন গোলাপ ফুল হয় সুগন্ধি'— দুটি জ্ঞান এক ধরণের নয়। জ্ঞানের ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জ্ঞান প্রকাশক বচনের মধ্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

এইরকম কয়েকটি বচনের কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

২.৪ সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচন *Analytic & Synthetic Proposition*

উদ্দেশ্য ও বিধেয়র সম্বন্ধ বিচার করে বাক্যকে সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক — এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে বাক্যের উদ্দেশ্য পদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে বিধেয় পদের ধারণাকে পাওয়া যায়, সেই বচনকে বিশ্লেষক বচন বলে। বিশ্লেষক বচনে বিধেয়পদের অর্থ উদ্দেশ্যপদের অর্থের মধ্যে নিহিত থাকে; যেমন, 'মানুষ হল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব'। এখানে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ'— এর অর্থকে বিশ্লেষণ করলে 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক ধারণাকে পাওয়া যায়। বিধেয়তে এই 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'-র কথাই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বিশ্লেষক বচনের অর্থকে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, কোন বচনকে বিশ্লেষক বলা হবে যদি সেই বচনে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলেই তার সত্যতাকে জানা যায়। এখানে একটি বাচনিক প্রথা বা রীতির ওপর নির্ভর করা হয়। এই রীতির ওপর ভিত্তি করেই আমরা কোন কিছুকে লাল বলে জানলে তাকেই সবুজ নয় বলে অনুমান করে থাকি। অর্থাৎ, 'যদি কোন বিষয় লাল হয়, তবে সেটি যে সবুজ নয়'— তা সত্য বলে জানা যায় কেবলমাত্র বচনটিতে ব্যবহৃত শব্দের অর্থকে বিশ্লেষণ করেই।

বিশ্লেষক বচনের আর একটি সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী কোন বচনকে বিশ্লেষক বলা যাবে যদি সেই বচনকে অস্বীকার করলে কোন স্ব-বিরোধীতার সৃষ্টি হয়। যেমন, 'সব জড়বস্তু হয় বিস্তৃতিযুক্ত' কিম্বা 'সব লাল বস্তু হয় রঙীন'— এদের অস্বীকৃতিতে স্ব-বিরোধিতা উৎপন্ন হয়।

অন্যদিকে, যে বাক্যের উদ্দেশপদের অর্থ বা ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়পদের অর্থ বা ধারণাকে পাওয়া যায় না, তাকে বলে সংশ্লেষক বচন। সংশ্লেষক বচনে বিধেয়পদের অর্থ উদ্দেশ্যপদের অর্থের মধ্যে নিহিত থাকে না; যেমন, 'সব মানুষ হয় মরনশীল', 'এই গোলাপটি হয় সুগন্ধিযুক্ত' ইত্যাদি। সংশ্লেষক বচনের ক্ষেত্রে বচনে ব্যবহৃত শব্দের অর্থকে বিশ্লেষণ করলে বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারণ করা যায় না। জাগতিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই এই প্রকার বচনের সত্যতা-মিথ্যাত্ব নির্ণয় করা যায়।

সংশ্লেষক বচনের আর একটি ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, সংশ্লেষক বচনের অস্বীকৃতিতে কোন স্ব-বিরোধিতার সৃষ্টি হয় না। যেমন, 'এই গোলাপটি হয় সুগন্ধিযুক্ত'— এই বচনটিকে অস্বীকার করলে কোন স্ববিরোধী কথা বলা হয় না।

সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচনের স্বরূপ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্লেষক বচন কোন বাস্তব বা জাগতিক ব্যাপারকে বর্ণনা করে না। অর্থাৎ, বিশ্লেষক বচন কোন তথ্য জ্ঞাপন করে না; এগুলি হল অ-তথ্যজ্ঞাপক। কিন্তু সংশ্লেষক বচন জাগতিক তথ্য বর্ণনা করে; অর্থাৎ, সংশ্লেষক বচন হল তথ্যজ্ঞাপক।

Scanned with CamScanner

২.৫ পূর্বতসিদ্ধ বচন ও পরতসিদ্ধ বচন
A priori & A Posteriori Proposition

যে বচনের সত্যতা নির্ণয় করার জন্য কোন পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ, অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না সেই বচনকে বলে পূর্বতসিদ্ধ বচন। 'পূর্বত' শব্দের দ্বারা অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী-কে বোঝায়। অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে এই বচনের সত্যতাকে জানা যায়। যেমন, 'কোন বস্তুর পক্ষে একই সময় দু জায়গায় থাকা সম্ভব নয়'— এটি পূর্বতসিদ্ধ বচন। এই জ্ঞানের জন্য আমরা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করি না। অন্যদিকে, এমন বচন আছে যার সত্যতা নির্ধারণের জন্য আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে হয়। যে বচনের সত্যতা নির্ণয় করার জন্য আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয় সেই বচনকে বলে পরতসিদ্ধ বচন। 'পরত' শব্দের দ্বারা অভিজ্ঞতার পরবর্তী-কে বোঝায়। এরূপ বাক্য স্বতঃসিদ্ধ নয়। যেমন, 'এই ঘরে ছয় জন ছাত্র আছে'— এই বচনটির সত্যতাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে জানতে হয়। অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে এটি সত্য কি না — তা জানা যায় না।

পূর্বতসিদ্ধ বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ জানা থাকলে বচনটি সত্য কি না তা জানা যায়। কিন্তু পরতসিদ্ধ বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ জানা থাকলেই বাক্যটি সত্য কি না তা বলে দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বতসিদ্ধ বাক্যমাত্রই অনিবার্যভাবে সত্য বা অবশ্যম্ভবভাবে সত্য। কিন্তু পরতসিদ্ধ বাক্যগুলি হল আপতিক। এগুলি সত্য হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। যে বাক্য শুনলেই বোঝা যায় যে বাক্যটি অবশ্যই সত্য, তাকে বলে অবশ্যম্ভব বাক্য। 'কোন বস্তু একই সময়ে দু জায়গায় থাকতে পারে না'— এই বাক্যটি শুনলেই বলে দেওয়া যায় যে বাক্যটি সত্য। এই বাক্যকে অস্বীকার করলে যে বাক্য পাওয়া যায় তা স্ব-বিরোধী এবং মিথ্যা। কিন্তু আপতিক বাক্য হল বস্তুতঃ সত্য বা বস্তুতঃ মিথ্যা বাক্য। এই ধরণের বাক্যকে আবশ্যিকভাবে সত্য বলা যায় না। 'কোন কোন মানুষ হয় সৎ'— এই বাক্যটিকে আবশ্যিকভাবে সত্য বলা যায় না; এটি সত্য হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। এই বাক্যকে অস্বীকার করলে কোন স্ব-বিরোধিতা হয় না। কোন আপতিক বাক্যকে অস্বীকার করলে যে বাক্য পাওয়া যায় সেটিও একটি আপতিক বাক্য।

কোন আবশ্যিক বাক্যের জন্য আমরা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করি না। এগুলিকে আমরা অভিজ্ঞতাপূর্বভাবে বা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবেই জানি। কোন বস্তুকে লাল বলে জানলে সেটি একই সঙ্গে যে অ-লাল নয় — একথা জানার জন্য কোন লালরঙের বস্তুকে দেখার প্রয়োজন হয় না। এই বাক্য হল পূর্বতসিদ্ধ বাক্য। পূর্বতসিদ্ধ বাক্যে জাগতিক কোন ঘটনাকে বর্ণনা করা হয় না। আপতিক বাক্যে জাগতিক কোন ঘটনাকে বর্ণনা করা হয়। অভিজ্ঞতা দিয়েই এই প্রকার বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করতে হয়। এই প্রকার বাক্য হল পরতসিদ্ধ বাক্য।

২.৬ পূর্বর্তসিদ্ধ বিশ্লেষক ও পরতসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন
Analytic A priori & Synthetic A posteriori Proposition

পূর্বতসিদ্ধ, পরতসিদ্ধ এবং সংশ্লেষক, বিশ্লেষক বচনের স্বরূপ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এমন বচন আছে যেগুলি পূর্বতসিদ্ধ এবং একই সঙ্গে সেগুলি বিশ্লেষক বা স্বতঃসিদ্ধ এবং এমন বচন আছে যেগুলি পরতসিদ্ধ এবং সেগুলি একই সঙ্গে আবার সংশ্লেষক বা আপতিক। বিশ্লেষক বচনগুলিকে অস্বীকার করলে স্ব-বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হল, সেগুলি সংশ্লেষক

নয়। 'বিড়াল হয় বিড়াল', 'তুমি একই সময়ে এখানে আছ এবং এখানে নেই — এমন হতে পারে না' ইত্যাদি হল এই ধরণের বচনের উদাহরণ। এই ধরণের বচনের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য কোন জাগতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার দরকার হয় না। কারণ, এই বচনগুলিতে কোন জাগতিক তথ্যকে বর্ণনা করা হয় না। বিশ্লেষক বচন বলে এই জাতীয় বচন অবশ্যম্ভবরূপে সত্য। কিন্তু সংশ্লেষক বচনগুলির সত্যতা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। সংশ্লেষক বাক্যে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে বিধেয় পদকে যুক্ত করা হয়। সেই কারণে সংশ্লেষক বাক্যকে পরতসিদ্ধ বলা হয়।

একথা সত্য বলেই মনে হয় যে, সব অবশ্যম্ভব বাক্য — যা পূর্বতসিদ্ধরূপে জ্ঞেয়, হল বিশ্লেষক। কোন কোন দার্শনিক তাই বিশ্লেষক বচনকে পূর্বতসিদ্ধরূপে জ্ঞেয় বলে মনে করেছেন। এঁদের মতে, বিশ্লেষক বাক্য মাত্রই পূর্বতসিদ্ধ এবং সংশ্লেষক বাক্য মাত্রই পরতসিদ্ধ। বিশ্লেষক বাক্যে বাক্যের অন্তর্গত পদের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয় মাত্র। এর জন্য অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করার দরকার হয় না। সেই কারণে বিশ্লেষক বাক্যকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বা পূর্বতসিদ্ধ বলা হয়। কিন্তু সংশ্লেষক বাক্যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধেয়কে যুক্ত করা হয় বলে সংশ্লেষক বাক্যকে পরতসিদ্ধ বলা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল ঃ সব পূর্বতসিদ্ধ বাক্যই কি বিশ্লেষক ? অন্যভাবে বলা যায় ঃ এমন কোন পূর্বতসিদ্ধ বচন আছে কি, যা সংশ্লেষক ? অর্থাৎ, অবশ্যম্ভবরূপে সত্য, অথচ বিশ্লেষক নয়— এমন বচন কি হতে পারে ?

এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে বহু আলোচনা হয়েছে এবং প্রশ্নটি বিতর্কমূলক। সাধারণভাবে অধিকাংশ সংশ্লেষক বাক্যই হল আপতিক এবং অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ; যেমন, 'টেবিলটি হয় খয়েরী রঙের', 'গ্যারাজে দুটি গাড়ী আছে', 'আমি ক্লান্ত বোধ করছি', 'জল ২১২° ফারেনহাইটে ফোটে' ইত্যাদি। এগুলির কোনটিকেই অভিজ্ঞতাপূর্বভাবে জানা যায় না। অন্যদিকে, অধিকাংশ অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বাক্যই হল বিশ্লেষক; যেমন, 'ঘাস সবুজ অথবা সবুজ নয়', 'চতুষ্পদী প্রাণীর চারটি পা আছে' ইত্যাদি। এই জাতীয় সব বাক্যই বিশ্লেষক।

এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সাধারণতঃ দু ধরণের বাক্যের উল্লেখ আমরা করতে পারি ঃ (১) পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক (যা অবশ্যম্ভবরূপে সত্য), (২) পরতসিদ্ধ সংশ্লেষক (যা আপতিক)। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন যে, পূর্বতসিদ্ধ বাক্য সর্বদাই বিশ্লেষক ও অবশ্যম্ভব; আর, পরতসিদ্ধ বাক্য সর্বদাই সংশ্লেষক ও আপতিক। কিন্তু বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বতসিদ্ধ বাক্য সংশ্লেষকও হতে পারে; যেমন, 'দুই আর দুই-এ চার হয়', 'প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে', 'যা কিছু রঙীন তা বিস্তৃতিযুক্ত', 'পরস্পর সমান্তরাল রেখাগুলি কোন বিন্দুতে মিলিত হয় না', 'সমগ্র হল তার অংশসমূহের সমষ্টি', 'কোন বস্তু একইসময়ে দুটি পৃথক স্থানে থাকতে পারে না', ইত্যাদি। অভিজ্ঞতাবাদীরা এই ধরণের বচনকে পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, এগুলি যদি পূর্বতসিদ্ধ হয়, তবে তা বিশ্লেষক; আর এগুলি সংশ্লেষক হলে পূর্বতসিদ্ধ নয়। কিন্তু বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন যে, পূর্বতসিদ্ধ বাক্য সংশ্লেষক হতে পারে। অর্থাৎ, বুদ্ধিবাদীদের মতে, তিন ধরণের বাক্য সম্ভব হতে পারে; (১) পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক (২) পরতসিদ্ধ সংশ্লেষক এবং (৩) পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক।

Scanned with CamScanner